যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ৫০তম সংখ্যা

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উদযাপিত

দেশ বাঁচাতে খাদ্য উৎপাদনে নামতে হবে তরুণদের

.... যুবদিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

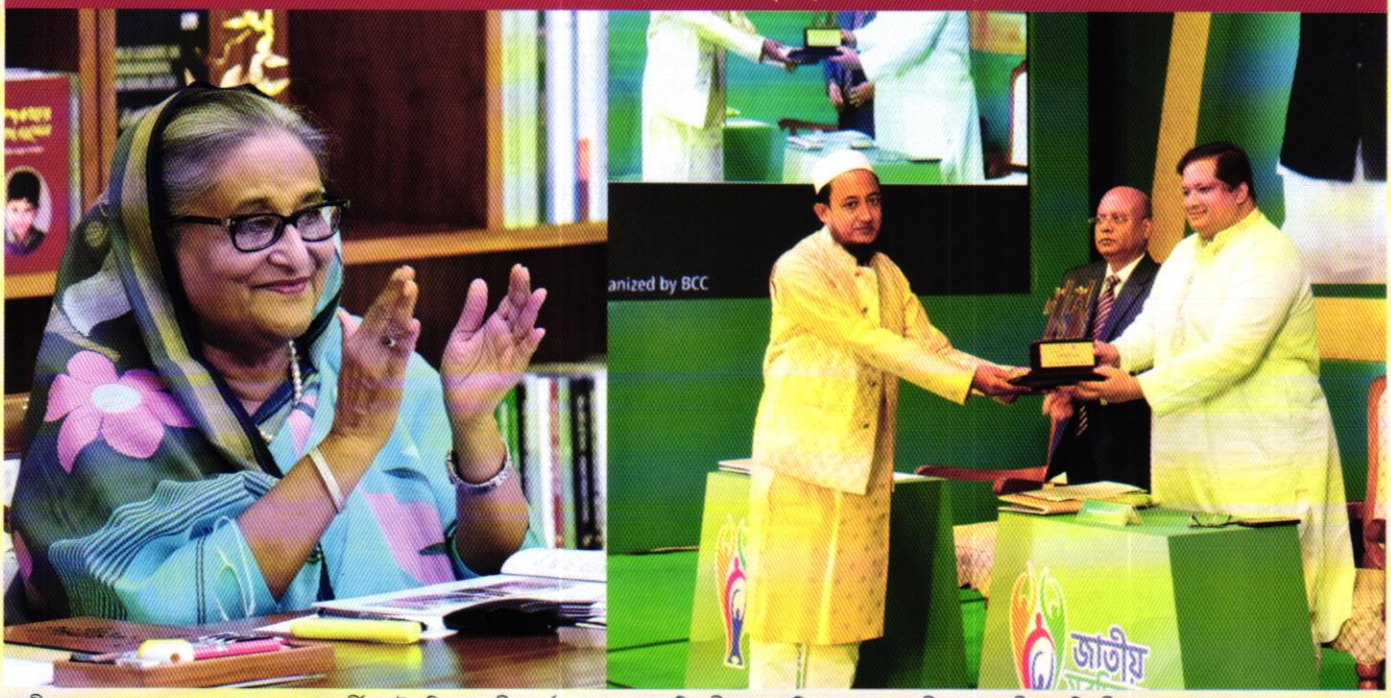

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ এর সফল আত্মকর্মী ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে প্রথমস্থান অধিকারী মোঃ জাকির হোসেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ও রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী আসন্ন বৈশ্বিক দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকট মোকাবেলায় খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে তরুণদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। " জাতীয় যুবদিবস ২০২২" উদ্বোধন এবং "জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২" প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। তিনি বলেন ' বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা বলছে, বিশ্বে আগামী দিনে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশকে এর থেকে মুক্ত রাখতে হলে আমাদের প্রতি ইঞ্চি জমি যেমন আবাদ করতে হবে, তেমনি খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমি আমাদের যুবসমাজকে আহবান করবো, তারা যেন আরো উদ্যোগ নেয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন ' যার যার এলাকা ভিত্তিক কাজও করতে পারেন কেননা খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করতে পারলে আমরা যেমন নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারবো, তেমনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত অনেক দেশকে সহায়তা করতে পারবো। যুবদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির দিকেই তাঁর সরকারের দৃষ্টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের মাঝে নেতৃত্বের যে গুনাবলী ও প্রতিভা আছে,তা যেন বিকশিত হয় এবং তাদের কর্মক্ষমতা যেন দেশের কাজে লাগে সে জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতি জেলা উপজেলায় যুব কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা যেন কাজ করতে পারে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কারণ একটি প্রশিক্ষিত যুবশ্রেণি গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। তবে আমাদের দেশে এখন কত প্রশিক্ষিত যুবশ্রেণি রয়েছে, তার একটি ডাটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

- কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো অত্যন্ত গর্বের।
- কোন কাজই ছোট নয়, সবকাজে প্রস্তুত থাকতে হবে।
- জেলা উপজেলায় যুব কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে।
- যুবসমাজ আমাদের অনেক বড় শক্তি।

এটা হলে বোঝা যাবে কারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে এবং কারা এর বাইরে রয়েছে। তাদেরও সরকার কর্মসংস্থানের আওতায় আনতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরও বলেন ' আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তিই আমাদের যুবসমাজ আর আজ পৃথিবীর অনেক দেশই বয়োবৃদ্ধের দেশ হয়ে গেছে। এখনো বাংলাদেশের একটা বিরাট কর্মক্ষম যুবসমাজ রয়ে গেছে। যেটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে।' তিনি বলেন, " যুবসমাজের এই শক্তিকে কাজে লাগাতে তাঁর সরকার ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শ্লোগান রাখে ' তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি।" যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উদ্দিন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আজহারুল ইসলাম খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ' জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ ' এর বিজয়ী ২১ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেস্ট,সনদ এবং নির্দিষ্ট মূল্যমানের চেক প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিজয়ীদের পক্ষে মোঃ জাকির হোসেন এবং রীতা জেসমিন অনুষ্ঠানে

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জনকারী রীতা জেসমিন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করছেন

নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় যুবদিবসের একটি ডকুমেন্টারি এবং এর থিমসংও পরিবেশিত হয়। প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে- 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নতদেশ-বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে হাই-টেক পার্ক,সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, বিশেষায়িত ল্যাব, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরির পাশাপাশি সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ' আমি বিশ্বাস করি, আমাদের যুব সমাজ মেধাবী এবং তারা সব কাজেই পারদর্শিতা দেখাতে পারবে'। শেখ হাসিনা বলেন,' যুবকদের কর্মসংস্থানে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছি' কোন কাজই ছোট নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,' যে কোনো কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কারণ কোনো কাজকে আমরা ছোট করে দেখিনা। কোনো কাজকে আমরা ছোট করে দেখবো না। করোনার সময় ছাত্রদের আহবান জানালে তারা কৃষকদের ধান কেটে দিয়েছে, যা অত্যন্ত গর্বের বিষয় উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন,' ঠিক এভাবেই যুবসমাজ যে কোনো কাজ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখবে যা আমাদের দেশকে উন্নত করবে '।

শেখ হাসিনা বলেন, ' জাতির পিতা আমাদের দেশ দিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতেই আমাদের এ দেশকে গড়ে তুলতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালে আমাদের যুবকরাই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেই আমাদের জন্য বিজয় অর্জন করেছেন। সেই বিজয়ী জাতি হিসেবে আমাদের সবসময় মাথা উঁচু করে চলতে হবে '।

তিনি বলেন, " কারো কাছে হাত পেতে নয়, আমরা নিজের দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করবো নিজের শক্তি, মেধাসম্পদ দিয়ে। এই চিন্তা আমাদের যুবকদের মাঝে সবসময় থাকতে হবে। এটা সম্ভব হলেই জাতির পিতার ভাষায় ' বাংলাদেশকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবেনা '। তিনি ৬৪ জেলায় ৬৪ হাজার তরুণ তরুণীকে প্রশিক্ষণ এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে ঋণ দেয়ার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রসংশা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ' আমি মনে করি, এ উদ্যোগ সময়োপযোগী। বর্তমান বৈশ্বিক অবস্থা বিবেচনায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দাম বাড়ছে '। তিনি বলেন, ' আমরা দেশকে বাঁচাতে পারবো, যদি আমরা বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং সৌরশক্তি স্থাপন করতে পারি'।

২০০৮ এর নির্বাচনী ইশতেহারে ' রূপকল্প-২০২১ ' এর মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা তাঁর সরকারের একটি লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " এর মাঝে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছি এবং এরই মাঝে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। আর এই মর্যাদা ধরে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবো। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে সেজন্য সরকার 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ' ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।"

যুবরা হবে সত্য ও সুন্দরের পূজারী, হবে কল্যাণমূখী শুদ্ধাচারী - যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কেক কেটে যুব সংগঠক ও উদ্যোক্তাদের প্রদর্শনী স্টল উদ্বোধন করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

- আমরা পারবো, কারণ আমাদের পারার মত মন ও সাহস আছে।
- বঙ্গবন্ধুর বিপদ সংকুল রাজনৈতিক জীবনে সহযোদ্ধা ছিলেন প্রত্যয়দৃপ্ত যুবসম্প্রদায়।
- বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আজকের যুবসমাজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে ষড়যন্ত্রকারীদের নীলনকশা কঠোর হস্তে প্রতিহত করবে। এটাই হোক যুবসমাজের অংগীকার।

" আমাদের সাফল্যের আলোক মশাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চাইতেন তাঁর যুবরা হবে সত্য ও সুন্দরের পুজারী, হবে কল্যানমূখী শুদ্ধাচারী। মানবিক গুনাবলী ও মানবিক বোধসমূহ তারা লালন করবে তাদের আপন চৈতন্যে। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অপার নির্যাস তারা সমাজে সঞ্চারিত করবেন সৃজনশীল-কর্মের মাধ্যমে। তারা তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করবেন সমাজ এবং মানুষকে। তারা হবে অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির নিয়ামক ও প্রকাশক।" যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উদ্বোধন এবং জাতীয় যুবপুস্কার ২০২২

প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জাতীয় যুবদিবস যুবসমাজের জন্য এক আনন্দঘন দিন উল্লেখ করে তিনি দেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। যুব সমাজের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম মমত্ববোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ ' জাতীয় যুবদিবস ২০২২' এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে " প্রশিক্ষিত যুব উন্নতদেশ,বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। " এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে দিবসটি উদযাপিত হয়। মুজবকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা যুবসমাজের জন্য নানা রকম কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছেন। প্রত্যয়ী যুবসমাজের পক্ষ থেকে তিনি নেত্রীকে অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, আমরা পারবো কারণ আমাদের পারার মত মন ও সাহস আছে, আছে নেতৃত্ব দেবার মত এক জননী সাহসীকা দেশরত্ন শেখ হাসিনা যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করায় সিদ্ধহস্ত। বক্তব্যের সূচনায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে,তিনি আরো স্মরণ করেন মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা মুজিবসহ ৭৫ এর অমানবিক হত্যাকান্ডের অন্যান্য শহীদদের প্রতি। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় এর ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, " সজিব ওয়াজেদ জয় আজ যুবসমাজের জন্য জীবন্ত আইকন। তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত উন্নত ভাবনাগুলি যুবসমাজের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। দেশের সুশিক্ষিত যুবসমাজ আজ নানা কারিগরী প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। আমি প্রত্যাশা করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সজিব ওয়াজেদ জয় এর পরিকল্পনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এবারকার নির্বাচনী ইশতেহারের মূল অঙ্গীকার ছিল- 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য যুবকার্যক্রম তুলে ধরেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষাধিক যুব ও যুবনারীকে ২ হাজার ২২৫ কোটি টাকার যুবঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা বাড়াতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে একাধিক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিবছর ৩০ হাজার প্রশিক্ষিত যুবকে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে, পাশাপাশি এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রতিবছর ৫০ হাজার যুবকে জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও গত বছর হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যুব উদ্যোক্তা ঋণও চালু করা হয়েছে, যেখানে সফল আত্মকর্মীরা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা যুব উদ্যোক্তা ঋণ পাচ্ছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২১ থেকে ২০২৩ সময়কালে ৪০ হাজার সুদক্ষ গাড়ীচালক তৈরীর জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসকল গাড়ীচালকের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে কর্ম, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষনের আওতা বর্হিভূত ২০ লক্ষ যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা জানুয়ারি ২০২৩ শুরু হবে। মুজিববর্ষে জাকজমকপূর্ণভাবে ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল উদযাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগী ও মানবিক গুনাবলীকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ ভলান্টিয়ারস অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'। ভার্চুয়াল প্রোগ্রামসহ যুব সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি রেকর্ড ও প্রচারের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইয়ুথ ডিজিটাল স্টুডিও। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতিমিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ' জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ ' বিজয়ী ২১ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সনদ এবং নির্দিষ্ট মূল্যমানের চেক প্রদান করা হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ বিজয়ী সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তাদের এ অর্জন অন্যদেরও ভাল কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং দৃঢ় আশাবাদ পোষণ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আজকের যুবসমাজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে ষড়যন্ত্রকারীদের নীল নকশা কঠোর হস্তে প্রতিহত করবে। এটাই হবে আজকের যুবসমাজের অঙ্গীকার।

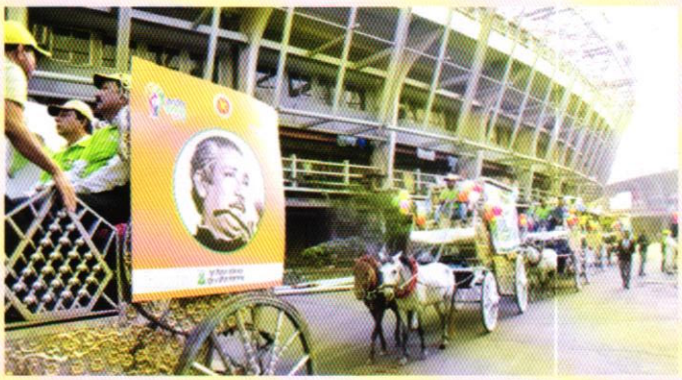

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালি

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশন

যুব মেলা ২০২২

যুব মেলা ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি
জনাব এম,এ,মান্নান মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

যুব মেলা ২০২২ এ ৪র্থ দিনের উদ্দীপ্ত মনন ও জাতিগঠনে যুবসমাজের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান
পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জাতীয় যুবদিবসের অন্যতম অনুসঙ্গ হলো 'যুবমেলা'। প্রতিবছর জাতীয় যুবদিবস উদযাপনে যুবমেলার আয়োজন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের প্রতিষ্ঠিত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শণী ও বিক্রয় এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের নিমিত্ত যুব মেলার আয়োজন করা হয়। এ বছর যুব মেলায় ১০৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে। ০২,১১,২০২২ খ্রি. হতে ০৮.১১.২০২২খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী এ যুবমেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর জাতীয় শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ মেলায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ১,৫০,০০০ টাকা থেকে ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত পণ্য বিক্রয় করেছেন। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীদের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার অর্ডার পেয়েছেন। ৭ দিনে মেলায় প্রায় ৩ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে যুবমেলা ২০২২ উদ্বোধন করেন। মেলা প্রতিদিন সকাল ৮.০০টা হতে রাত্র ৮.০০টা পর্যন্ত চলে। যুব মেলাকে আকর্ষনীয় করার জন্য মেলা প্রাঙ্গনের মূলমঞ্চে বিকাল ৪.০০টা থেকে ছোট ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে যুব উদ্যোক্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীরা অংশ গ্রহণ করে। প্রতিদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত বিষয়গুলো হচ্ছে, এডোলেসেন্ট হেল্‌থ এন্ড ইয়ুথ ক্যারিয়ার, সাহিত্যচর্চা ও বাঙলার যুবসমাজ, উদ্দিপ্ত মনন ও জাতি গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা, মাদকাশক্তির অভিশাপ ও যুব সমাজ, প্রশিক্ষিত যুব সমাজের আত্মকর্মে লিড ফাইন্যান্সিং এর ভূমিকা। এতে বিষয়ভিত্তিক অতিথি বক্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে নির্দিষ্ট ইভেন্ট এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইভেন্টসমূহ ছিল দেশীয় পিঠা প্রস্তুতকরণ, বিউটিফিকেশন, মেহেদী সাজ, হস্তশিল্প ইত্যাদি। দুই ঘন্টাব্যাপী প্রতিটি প্রতিযোগিতা শেষে বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের ক্রেস্ট ও সনদ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। এরপর শেষাবধি চলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফলে এ মেলা হয়ে উঠে যুব সম্প্রদায়ের প্রাণের মেলা। যুবমেলা ২০২২ এর সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন জনাব এম এ আখের, পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুবমেলা ২০২২ এ বিউটিফিকেশন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিদের কর্ম তৎপরতা

যুবমেলা ২০২২ এর স্টল পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি
জনাব এম,এ,মান্নান মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব এর যোগদান

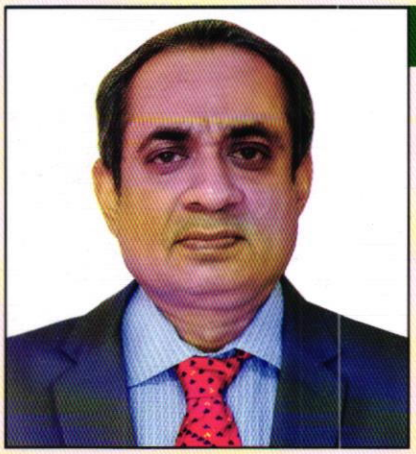

ডঃ মহিউদ্দীন আহমেদ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব হিসেবে ০২.০১.২০২৩ তারিখে যোগদান করেছেন। ডঃ মহিউদ্দীন আহমেদ বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারের ১১তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিবি ইতোপূর্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পদে কর্মরত ছিলেন।

ডঃ মহিউদ্দীন আহমেদ তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন সম্পন্ন করেন ঢাকাস্থ লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি বয়েজ হাইস্কুল থেকে। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বি কম ডিগ্রি ও জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা হতে ব্যবস্থাপনা বিভাগে এম,কম ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি University of Ulster,UK থেকে Govt.Financial Management এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে Micro Credit Management এর উপর Phd ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডঃ মহিউদ্দীন আহমেদ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জনাব মকবুল আহমেদ সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মায়ের নাম দিলারা বেগম। জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ এর সহধর্মীনি ডঃ সৈয়দা সালমা বেগম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০ তম ব্যাচের একজন যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক।

টেকাব প্রকল্পের (২য় পর্ব) ৭ টি নতুন আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের চাবি হস্তান্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন টেকাব প্রকল্পের (২য় পর্ব) ৭ টি নতুন আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের চাবি গ্রহণ করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

বর্তমান বাংলাদেশ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনো সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ভ্রাম্যমান আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে " টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ(টেকাব)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এটা এ প্রকল্পের ২য় পর্ব। প্রথম পর্বে ৭টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চলমান ছিল। ২য় পর্বে আরো ১৪টি ভ্যান সংযোজনের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২য় পর্বের ১৪টি ভ্যানের মধ্যে আজ ২৭.১২.২০২২খ্রি. তারিখে ৭টি ভ্যানের হস্তান্তর ঘটলো। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রগতি ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড এর এমডি জনাব মোঃ তৌহিদুজ্জামান মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর নিকট ৭টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের চাবি হস্তান্তর করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, বিশেষ অতিথি জনাব মেজবাহ উদ্দিন, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ তৌহিদুজ্জামান এমডি, প্রগতি ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড। আরও উপস্থিত ছিলেন টেকাব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এম. এ. আখের, পরিচালক (পরিকল্পনা) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রগতি ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৩১ ডিসেম্বর'২২ থেকে ১ জানুয়ারি'২৩ মেয়াদে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সাভার, ঢাকায় "সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন" বিষয়ক ২দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) ও ইনোভেশন অফিসার জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সেলিম খান, অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র. সাভার, ঢাকা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের তিনজন সদস্য জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন), জনাব অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রোগ্রামার (আইসিটি), জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান, উপপরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, যুবদের জন্য অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ এবং যুগোপযোগী করতে হবে। রূপকল্প ২০৪১-এর মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীদের যোগ্য এবং দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এ প্রশিক্ষণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবাসমূহকে সহজিকরণ করতে এবং কর্মকর্তাদের দক্ষ ও স্মার্ট সেবাদাতায় পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০২৩ থেকে ২০২৪ মেয়াদের জন্য জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের নিমিত্ত ৭৫ জন সদস্যের মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় যুব সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের ধারা ১৩ও ১৯ এর আওতায় প্রণীত জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ২০২১ একই সালের ০১ জুলাই তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। বিধিমালা মোতাবেক জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি কর্তৃক ৭৫ সদস্যের মনোনয়ন প্রস্তাব সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা মনোনয়ন কমিটি বিধিমোতাবেক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই পূর্বক ০১ জন যুবপুরুষ এবং ০১ জন যুবনারী সদস্য মনোনয়ন প্রদান করে জেলা মনোনয়ন কমিটি বরাবরে প্রেরণ করে। জেলা মনোনয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রত্যেক জেলা থেকে ০১ জন যুবপুরুষ এবং ০১ জন যুবনারী সদস্যের মনোনয়ন প্রস্তাবসহ মোট ১২৮ জনের মনোনয়ন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটিতে পাওয়া যায়। প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক বিধি মোতাবেক সদস্য মনোনয়নের জন্য ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক মনোনয়ন প্রস্তাবসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করে ৬৪ জন, বিশেষ শ্রেণির ০৬ জন ও অন্যান্য শ্রেণির ০৫ জন সহ মোট ৭৫ সদস্যের মনোনয়ন প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ২টি প্রকল্পের অনুমোদন

সম্প্রতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন দুটি প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

১। UNFPA এর আর্থিক সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য "Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২১.০০ (জিওবি ৪৭.০০ ও UNFPA এর অনুদান ৩৭৪.০০) লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত । প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রসারিত ও বাস্তবায়ন করা এবং সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মানসম্পন্ন জীবন দক্ষতা শিক্ষাকে একীভূত করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় নীতি সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় যুব পরিষদ/প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্পটি কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রকল্প মেয়াদে ৪৫৬০ জন যুব ও যুব মহিলা- কে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি) ৪,৭৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ।

পরিচালক পদে যোগদান

মোঃ মানিকহার রহমান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন) পদে ১৬ নভেম্বর ২০২২ যোগদান করেন। তিনি ইতোপূর্বে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ রাজবাড়ীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা।

স্বাক্ষরিত হলো ২ টি সমঝোতা স্মারক

IT Vision

১ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ইনফরমেশন টেকনি-ক্যাল ভিশন সোসাইটির মধ্যে ০২ (দুই) বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর হয়। সমঝোতা স্মারকের মূল উদ্দেশ্য হলো বেকার যুব/যুবনারীদের ০৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও আইসিটি বিষয়ক অন্যান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠন ও কারিগরি বিষয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী। প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদের জন্য দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থান সৃজন ও SDG বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলা সদর এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। জেলাসমূহ হলো:

১। গাজীপুর ২। ময়মনসিংহ ৩। সিলেট ৪। হবিগঞ্জ ৫। শেরপুর ৬। সিরাজগঞ্জ ৭। রংপুর ৮। নরসিংদী ৯। নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলা ১০। জামালপুর।

BRDB

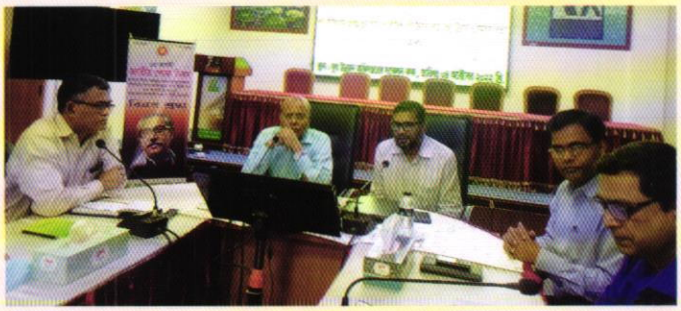

৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বি আর ডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের সাথে ০২ (দুই) বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর হয়। সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো বি আর ডিবি "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৪৮টি জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণান্তে প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে বিআরডিবির অর্থায়নে ৯৯৩০ জন যুব ও যুবনারীকে আত্মকর্মী করা হবে।

দেশব্যাপী চলমান যুব কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গাজীপুর কার্যালয়াধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চলমান প্রশিক্ষণ পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরবর্তীতে জেলাধীন সকল যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকগণের সাথে প্রশিক্ষণ, যুবঋণ, আত্মকর্মসংস্থান, যুব সংগঠন, সংগঠনের অনুদান ও শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার এওয়ার্ড এর কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। আগামী ০৭ জানুয়ারি ২৩ হতে ০৮ জানুয়ারী ২৩ পর্যন্ত ০২ দিন মেয়াদি জেলা প্রশাসন, গাজীপুর কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য বেকার ও প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য চাকুরীমেলা ২০২৩ নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় জেলার উপপরিচালক, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালকদ্বয়, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ ও প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঠাকুরগাঁও কর্তৃক জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সরাসরি সম্প্রচারিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখা, ঋণের চেক বিতরণ, সনদপত্র বিতরণ, রচনা প্রতিযোগিতা, তালগাছের বীজ রোপণ ও বীজ বিতরণ, ভলিবল প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানমালায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মহোদয়, পুলিশ সুপার মহোদয়, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মেয়র মহোদয়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি সহ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারি ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য সহ প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কনফারেন্স রুমে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক কর্মক্ষম বেকার যুবক ও যুব নারীদের কর্মসংস্থান এর লক্ষ্যে ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ও মত বিনিময় সভা।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা মেহেরপুর পরিদর্শন করছেন মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ কোর্সের ১ম ব্যাচের সমাপনী এবং পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সের ভাতা বিতরণ করছেন জনাব ফেরদৌসী ইসলাম (জেসী) মাননীয় সংসদ সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ জেলার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস এমপি, সভাপতিত্ব করেন মুন্সীগঞ্জের সুযোগ্য জেলাপ্রশাসক কাজী নাহিদ রসুল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ। অনুষ্ঠান শেষে সফল আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা ও সংগঠকদের ক্রেষ্ট ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের সমাপনী সনদপত্র এবং বেকার যুবকদের মধ্যে যুবঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান

সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার ঐতিহ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গৌরবের সাথে পালন করে আসছে। যুবদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৬ হতে ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪৯৮ জন সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে, যা আজকের যুবদের প্রেরনার উৎস হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। এ বছর জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ১৫ জন সফল আত্মকর্মী ও ০৬ জন শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়েছে। যুব পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেষ্ট, সনদ ও নির্দিষ্ট মূল্যমানের চেক প্রদান করা হয়েছে।

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে প্রথম

মো: জাকির হোসেন
পিতা - মোক্তার আহম্মদ
মাতা- আনোয়ারা বেগম
উপজেলা- নোয়াখালী সদর
জেলা- নোয়াখালী
মোবাইল-০১৭১৯৩২৩৬৭৭

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়

মোছাঃ সুরাইয়া ফারহানা রেশমা
পিতা-মৃত মো: হেলাল উদ্দিন
মাতা-মোছা: হোসনে আরা
গ্রাম-বোংগা, ডাক-নগরহাট
উপজেলা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া
মোবাইল নং-০১৭৪৫-৫৬৫৫৬৫

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয়

মো: বিল্লাল মিয়া
পিতা : মো: দুলাল মিয়া
মাতা- পিয়ারা বেগম
গ্রাম- কুমারপাড়া, ডাকঘর-দুস্তারা
উপজেলা- আড়াইহাজার,
জেলা- নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল-০১৭৪৯-১৯২৪৮৫

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে প্রথম

রীতা জেসমিন
পিতা- গোলাম মোস্তফা
মাতা-জাহানারা হারুন
দক্ষিণ আলেকান্দা
উপজেলা- বরিশাল সদর
জেলা- বরিশাল
মোবাইল-০১৭১১-০৩৮৪৬৯

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়

মো: আবু রাসেল হুদা
পিতা- মো: শরিফ উদ্দীন
মাতা- মোছা: সুফিয়া খাতুন
গ্রাম- গড়ুরগ্রাম, ডাকঘর- মোল্লাপাড়া
উপজেলা- বিরল, জেলা- দিনাজপুর
মোবাইল- ০১৭১৯-৪০১০০৩

সফল আত্মকর্মী : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মো: শফিউল আলম সজিব
পিতা- ডি এম ওয়াদুদ ফারুক
মাতা- কামরুন্নাহার খানম
গ্রাম-ডাকঘর- তালজাঙ্গা,
উপজেলা- তাড়াইল, জেলা- কিশোরগঞ্জ
মোবাইল-০১৭১৩-৫৮৭৮০৩

সফল আত্মকর্মী : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়
(বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন)

আছমা আক্তার
পিতা- মৃত লাল মিয়া হাওলাদার
মাতা- জবেদা বেগম
শান্তিনগর, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর
মোবাইল-০১৭১৮-৬৯৭৬২৪

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় যৌথভাবে নির্বাচিত

মো: রকিবুল ইসলাম
পিতা- মো: আলমাছ মিয়া
মাতা-রুমিয়া বেগম
থানা-বাসন, গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর
মোবাইল- ০১৬৭৪-৬৪২৩৪৯

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় যৌথভাবে নির্বাচিত

মো: তৌহিদুল ইসলাম দীপ
পিতা- মো: সিরাজুল ইসলাম
মাতা-দিলরুবা ইসলাম
গ্রাম-কলমেশ্বর, ডাক-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
থানা-গাছা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন,
গাজীপুর, মোবাইল- ০১৭১৫-১৮৫৭৮৮

সফল আত্মকর্মী : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় প্রথম
(ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

উসাইনু মার্মা
পিতা-থোয়াইপা মং মার্মা
মাতা-মাশৈচিং মার্মা
গ্রাম-মধ্যম পাড়া,
পো+উপজেলা, জেলা-বান্দরবান
মোবাইল-০১৫৩৩-৫৮১৪৯২

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান মুন্না
পিতা- মো: আনোয়ার হোসেন
মাতা- ফেরদৌস বেগম
গ্রাম- কামরাবাদ
থানা- বায়জিদ বোস্তামী, জেলা- চট্টগ্রাম
মোবাইল - ০১৮১৮-৮৫৯৫৬৮

সফল আত্মকর্মী : রাজশাহী বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মো: আবু হাসান
পিতা- মো: রেফাজ উদ্দিন
মাতা- মোছা: হাজেরা খাতুন
গ্রাম- বাকশাপাড়া,
ডাকঘর- নাটাবাড়ি উপজেলা- ধুনট,
জেলা- বগুড়া
মোবাইল নং-০১৭৩৭৪৮৫৫৬০

সফল আত্মকর্মী : রাজশাহী বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়

মো: খোরশেদ আলম
পিতা-মো: আব্দুসসাত্তার
মাতা-মৃত খোদেজা বিবি
গ্রাম-চকদাদড়া,
ডাকঘর- দাদড়া জন্ডিগ্রাম
উপজেলা: জয়পুরহাট সদর,
জেলা- জয়পুরহাট।
মোবাইল-০১৭৬৮-৯১৫৫৭৭

সফল আত্মকর্মী : খুলনা বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

প্রকাশ দত্ত
পিতা- নিখিল দত্ত
মাতা- মায়া দত্ত
গ্রাম+ডাকঘর- পাল্লা,
উপজেলা- মহম্মদপুর, জেলা- মাগুরা
মোবাইল নং-০১৭৫৪-৬৩৪৩২২

সফল আত্মকর্মী : বরিশাল বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মোসা: সালমা আক্তার
পিতা- মো: রুস্তম আলী খান
মাতা- মোসা: সাহিদা বেগম
শহীদ নজরুল ইসলাম সড়ক,
বাংলাবাজার উপজেলা-বরিশাল সদর
জেলা- বরিশাল
মোবাইল-০১৯২২-৩২০৯৫৬

সফল আত্মকর্মী : সিলেট বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মো: ফয়ছল আলম
পিতা-মো: আব্দুল আহাদ
মাতা- করফুল নেছা
গ্রাম-লক্ষীপুর, ডাকঘর- লালাবাজার
উপজেলা-দক্ষিণ সুরমা, জেলা-সিলেট
মোবাইল নং-০১৭১১-৯৬৮১৭৬

সফল আত্মকর্মী : রংপুর বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মো: মশিয়ার রহমান (নাহিন)
পিতা- মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মাতা- মোছাঃ লুৎফুন নাহার
গ্রাম-কোবারু, ডাকঘর-বুড়িরহাট ফার্ম
উপজেলা- রংপুর সদর, জেলা-রংপুর
মোবাইল-০১৭১২-২৯১০১২

সফল আত্মকর্মী : রংপুর বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়

মোছা: শাহানাজ ইসলাম মোনা
পিতা- মৃত মো: মকবুল হোসেন
মাতা- মোছা: শাহিনা আরা
গ্রাম- দর্জিপট্টি, মুন্সিপাড়া
উপজেলা- সৈয়দপুর,জেলা- নীলফামারী
মোবাইল-০১৭৮৮-০৩৯৯১১

সফল আত্মকর্মী : ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় প্রথম

মাছুমা আক্তার
পিতা : মোবারক হোসেন
মাতা- সুফিয়া বেগম
গ্রাম- বজ্রাপুর (হাজিপাড়া)
ডাকঘর+উপজেলা-জামালপুর সদর,
জেলা-জামালপুর
মোবাইল-০১৭৬১-০৯৭৪১৬

সফল আত্মকর্মী : ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় দ্বিতীয়

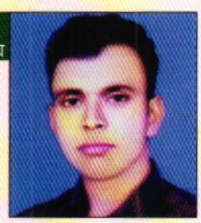

মো: আমিরুল ইসলাম
পিতা- মোঃ আলী উসমান
মাতা- মোসা: নূরের নেছা
গ্রাম- পেরীরচর,
ডাকঘর- মাঘানউপজেলা- মোহনগঞ্জ,
জেলা- নেত্রকোণা
মোবাইল নং-০১৭৪০-৯৮৩১৮৪

সফল যুব সংগঠক : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন

এস,এম, সাইফুর রহমান স্বপন
পিতা-এস, এম, শফিউর রহমান
মাতা-সুফিয়া খানম
মহল্লা- শালগাড়িয়া,
পুরাতন এতিমখানার পূর্ব পাশে, স্বপন মঞ্জিল
ডাকঘর+উপজেলা-পাবনা, জেলা-পাবনা
মোবাইল- ০১৭১৮-৮৯৫৮৫৮